ইলুমিনাতি

আবদুল কাইয়ুম আহমেদ

সম্পাদনা

সাদিক ফারহান

তাজকিয়া পাবলিকেশন

ইলুমিনাতি
আবদুল কাইয়ুম আহমেদ
সম্পাদনা : সাদিক ফারহান

প্রথম সংস্করণ : জানুয়ারি ২০২০
বানান ও ভাষারীতি : মুসা আমান
পৃষ্ঠাসজ্জা : লাইট হাউস বুক সলিউশন
প্রচ্ছদ-পরিকল্পনা : খালেদ হাসান
প্রচ্ছদ : উসামা আদনান

মুদ্রিত মূল্য : ২৩৪ টাকা

© আবদুল কাইয়ুম আহমেদ ২০১৯

প্রকাশক : তাজকিয়া পাবলিকেশন
১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
Phone : 01755 86 34 88
Facebook : fb.com/tazkiahpub/
Email : tazkiahpub@gmail.com

Iiiuminati by Abdul Kayum Ahmed. Published by *Tazkiah Pub.,* Dhaka, Bangladesh. *Tazkiah* First Edition Jan 2020. ISBN : 978-984-34-7805-4 Price : BDT 234.

অর্পণ—

প্রিয় আম্মু ও আব্বু-কে

যাদের চোখে জগৎ দেখতে শিখেছি

লেখকের কথা

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম।

একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আধুনিক বিজ্ঞান ও তথ্য-প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতির যুগে নিজেকে একজন যোগ্য ও অগ্রসর ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তোলা অপরিহার্য। বিজ্ঞান যেমন আলোর গতিতে এগোচ্ছে, তেমনি প্রতিনিয়ত আমাদের দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে বিশাল একেক প্রশ্নবোধক চিহ্নের সামনে। প্রযুক্তির উৎকর্ষের ফলে যে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন। শুধু ইতিবাচক নয়, নেতিবাচকও। অথচ আমরা অভুক্তের মতো সামনে যা আসে বাছ-বিচার ছাড়াই তা গোগ্রাসে গিলতে থাকি। যুগান্তরে বয়ে আসা এই মানসিকতা আজ গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জীবন আর আঞ্চলিক পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, এটা এখন বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে রূপ ধারণ করেছে। আমরা খালি চোখে দেখছি—আমেরিকা-ইংল্যান্ড-রাশিয়া-ফ্রান্স-জার্মান-চিনের নেতৃত্বে জাতিসংঘের মতো প্রমোদতরীতে চড়ে বিশ্ব শান্তি-ভ্রাতৃত্ব-মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত শিখরে আরোহণ করতে যাচ্ছে। সৌম্য-শান্ত চেহারা নিয়ে বয়ে চলা এই স্রোতের আরও একটা রূপ আছে—কালো রূপ। যা অতলস্রোতার মতো খুব নীরবে বয়ে চলে। কুৎসিত, বীভৎস আর ভয়ংকর তার চেহারা। প্যাসিফিকের ওশানের সেই রেখায় সাদা আর কালো পানির স্রোত যেমন কখনো মিশে যায় না, অথচ একইসাথে বয়ে চলে। কত কাছাকাছি, পাশাপাশি। তেমনি সমাজে বয়ে চলা এই কুৎসিত স্রোতের অস্তিত্বও আমরা খালি চোখে অনুভব করতে পারি না।

পাঠক, এতক্ষণে হয়তো ঘোরলাগা এক কৌতূহলের ভেতর আছেন আপনি, হয়তো সমাজের কালো অংশে বয়ে চলা সেই স্রোতের ব্যাপারে জানার প্রবল আগ্রহ জন্মেছে আপনার। ভাবছেন, কী সেই রহস্যগাঁথা—সেই কৃষ্ণগহ্বর! হ্যাঁ, আপনি ঠিকই ধরেছেন। সমাজের সেই কুৎসিত, বীভৎস, ভয়ংকর স্রোতই হলো ইলুমিনাতি। হাজার বছর ধরে অন্তরালে কলকাঠি নাড়া যে ফ্রিম্যাসনারি গোষ্ঠী, তারই আপডেটেড ভার্সন এই ইলুমিনাতি। স্রোত নিয়ন্ত্রণের যে পরিকল্পনা ইলুমিনাতির ছিল—তা অনেকাংশেই ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রযুক্তি, যুদ্ধাস্ত্র,

অর্থনীতি, রাজনীতি, খাদ্য—সবই এখন তাদের হাতে। এখন শুধু জাল গুটিয়ে আনার অপেক্ষা, আমরা অপেক্ষায় আছি ডাঙায় তোলা মাছের মতো খাবি খেতে খেতে মারা যাবার।

ড্যান ব্রাউনের মতো কিছু মানুষ এ বিষয়ে নতুন করে আলোকপাত না করলে হয়তো আমাদের জানাই হতো না ইলুমিনাতি সম্পর্কে। বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে ইলুমিনাতি একটি পরিচিত শব্দ হলেও মুসলিম, বিশেষত বাঙালিরা এ শব্দটির সাথে খুব একটা পরিচিত নয়।

অনেকদিন পর্যন্ত বাঙালি মুসলিমসমাজ ইলুমিনাতি-প্রশ্নে নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। তবে আশার কথা হলো, অতি সম্প্রতি বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্মের মধ্যে ইলুমিনাতি সম্পর্কে জানার আগ্রহ বেশ লক্ষ্যণীয়। স্যোস্যাল মিডিয়ায় মাঝেমধ্যেই এ ব্যাপারে লেখা চোখে পড়ে। বাংলাভাষায় ইলুমিনাতি সম্পর্কে বিশেষ কোনো বই না থাকলেও আশার কথা হলো, আমার জানামতে, কেউ কেউ ইতোমধ্যে 'ইলুমিনাতি' নিয়ে পড়াশোনা করছেন। আর বাংলাভাষায় ইলুমিনাতি সম্পর্কে গল্পভাষ্য ও তত্ত্বের সমন্বয়ে লেখা এটিই প্রথম বই।

ইলুমিনাতি যেহেতু একটা গুপ্ত সংগঠন, তাদের কার্যক্রম পরিচালিত হয় অতি সংগোপনে, কঠোর গোপনীয়তা রক্ষা করে, তাই এ-সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ একটি বই লিখতে যে পরিমাণ ধ্রুব তথ্যের দরকার—একজনের পক্ষে তা যোগাড় করা মুশকিল কাজ। তাই বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনা করে বইটি রচনার সময় বেশকিছু জাতীয় দৈনিক, অনলাইন নিউজ পোর্টাল, ব্লগ, ইউটিউবসহ ড্যান ব্রাউনের *দ্যা ভিঞ্চি কোড*, *এঞ্জেল এন্ড ডেমনস্* ছাড়াও বিদেশি কিছু ব্লগের সাহায্য নিয়েছি। সবার কাছে আলাদাভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ প্রায় অসম্ভব ব্যাপার, তাই এখানে আমি সম্মিলিতভাবে কৃতজ্ঞতায় তাদের স্মরণ করলাম।

বইটি রচনার সময় আমার সর্বোচ্চটুকু দেওয়ার চেষ্টা করেছি; এরপরও যে অপূর্ণতাটুকু ছিল, শ্রদ্ধেয় সম্পাদক তা পূরণ করেছেন বলে আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি। শ্রদ্ধেয় সম্পাদক সাদিক ফারহান, যাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে না চিনলেও এই উপলক্ষ্যে তার প্রতি বিশাল এক ভালোবাসা তৈরি হয়ে গেল। বইয়ের জন্য তিনি যে শ্রম দিয়েছেন, তা আমাকে সত্যিই বিস্মিত করেছে। যে অবস্থায় আমি বইয়ের

প্রাথমিক পাণ্ডুলিপি জমা দিয়েছিলাম, তার সম্পাদনা-সংযোজনের পর পাণ্ডুলিপির কলেবর প্রায় দেড় গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। মহান আল্লাহ তাকে উত্তম প্রতিদান দান করেন। আমিন।

একটা বই লেখা থেকে শুরু করে বাজারে আনা পর্যন্ত অনেকগুলো ধাপ পার হতে হয়। শুরু থেকে আজ-অব্দি যারা আন্তরিক সহযোগিতা, উৎসাহ ও উদ্দীপনা দিয়ে এসেছেন তাদের প্রতি রইল আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা। বিজ্ঞ পাঠকমহলের প্রতি আমার অনুরোধ, যেহেতু মানুষ ভুলের ঊর্ধ্বে নয়, তাই বইয়ে তথ্যগত কোনো অসংগতি বা রচনাগত দুর্বলতা পরিলক্ষিত হলে আমাদেরকে অবহিত করবেন। পরবর্তী সংস্করণে শুধরে নেওয়া হবে। বইটির উন্নয়নকল্পে পাঠকের যেকোনো সুপরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

এছাড়াও আমি পাঠকদের আশ্বস্ত করছি, বইয়ের উন্নয়নকল্পে আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। পরবর্তী সংস্করণে বইটি আরও নিখুঁত, নির্ভুল ও তথ্যসমৃদ্ধ হবে ইন শা আল্লাহ। বইটি যাদের জন্য লেখা হলো, সেই পাঠকমহল যদি এর দ্বারা ইলুমিনাতির ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র সম্পর্কে কিছুমাত্র সচেতন হন, নিজের অস্তিত্ব, ঈমান, আমল রক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে থাকেন তাহলেই আমি আমার শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো। আল্লাহ আমাদের সকলের ঈমান ও আমল রক্ষা করেন, আমিন।

সকলের দোয়াপ্রার্থী
আবদুল কাইয়্যুম আহমেদ
১৫-১২-২০১৯ ইসাব্দ

সম্পাদকের অনুভূতি

খালি চোখে যা দেখি আমরা, সেটাই কি বিশ্বাস ও বাস্তবতার সর্বোচ্চ কথা? না। একবিংশ শতাব্দীর অনুসন্ধিৎসু সমাজ এ-ধারণা বদলে দিয়েছে। যাপিত জীবনের পরতে পরতে কপাল কুঁচকে তাকালেই থমকে যেতে হচ্ছে—কী হচ্ছে এখানে; কে-ইবা করছে! ব্যক্তিজীবনের এমন অসংখ্য কৌতূহল আমাদের ভাবতে শেখায় সমাজ ও রাষ্ট্রের বিবিধ প্রশ্নের প্রকৃত জবাব নিয়ে। দেশ, রাজ্য, সমাজ ও বিশ্বের ধারাবাহিক নিয়ন্তাদের ভেতরের কথা পড়তে পড়তে জানা যায়—আড়ালে এই সমগ্র জগতের নিয়ন্ত্রণ গুটিকতক মানুষের হাতে। উঠে আসে একটি গুপ্ত সংগঠনের নাম—ইলুমিনাতি।

আধুনিককালে একটি সমাজের প্রথম ও চাক্ষুষ নিয়ন্ত্রক হলো, রাজনৈতিক সরকারদল; কিন্তু বাস্তবার্থে সে-সমাজের প্রকৃত নিয়ন্তা তারা, যাদের হাতে থাকে জনতার অর্থের থলি। পুরো পৃথিবীর অর্থনীতির সুতো ধরে এগোতে থাকলে বিশ্বব্যাংকের আড়ালে বসে থাকা নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তি ও পরিবার পর্যন্ত পৌঁছা যায়—মূলত এই কয়েকজন নির্দিষ্ট মানুষ বিশ্বের লাগাম ধরে আছে; কিন্তু এরা কারা, কীভাবে এদের কর্মকাণ্ড চলে, আপাত সমাজের কোন কোন অলি-গলিতে এদের চলাচল? এমন সমূহ প্রশ্নের পিছু ঘুরতে ঘুরতে নির্দিষ্ট সিম্বলে গিয়ে আটকে যায় সব—একচোখ, পিরামিড; ফেরাউন, নমরুদ—দাজ্জাল। হাজার বছরের পুরনো ফেরাউনবাদের উৎস থেকেই বিশ্বনিয়ন্তা ইহুদিবাদের প্রভু দাজ্জালের আবির্ভাব হবে। ইলুমিনাতি, ফ্রিম্যাসনারির মতো গুপ্ত সংঘগুলো তার আগমনের ক্ষেত্র তৈরি করছে কেবল।

পাঠক, আপনার জীবন থেকেই আমরা শুরু করেছি। আপনার পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্র হয়ে আমরা বের করে এনেছি বিশ্বব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের পেছনের খবর। ইলুমিনাতি একটি সাইনবোর্ড, আমরা এর পেছনে লুকনো ব্যক্তি, চিন্তা এবং উপাস্যকে টেনে আনতে চেষ্টা করেছি। আমরা আপনাকে হতাশায় ফেলতে চাই নি; আমরা আপনাকে সতর্ক করতে চেয়েছি দাজ্জাল আগমনের ভয়াবহতা সম্পর্কে, সচেতন

করতে চেয়েছি পৃথিবীর বর্তমান প্রকৃতি ও পরিবেশের বাস্তবতা সম্পর্কে। 'ইলুমিনাতি' নিয়ে বাংলাভাষী পাঠকদের জন্য সমৃদ্ধ কোনো বই আমাদের চোখে পড়ে নি। সে দিক থেকে 'তাজকিয়া পাবলিকেশন'র এই আয়োজন বাঙালি পাঠাগারে নতুন সংযোজন হয়ে থাকবে। আমরা বলছি না এ বইটি পাঠককে ইলুমিনাতির আদি-অন্ত জানিয়ে দেবে—দুইশো পৃষ্ঠায় তা সম্ভবও নয়; তবে আমরা দৃঢ়তার সাথে বলতে চাই, বইটি আড়ালের পৃথিবী সম্পর্কে পাঠককে সজাগ ও সচেতন হতে সাহায্য করবে।

বইটির কাজ করতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে, ইলুমিনাতি বা গুপ্তসংঘ নিয়ে গবেষণালব্ধ কাজ করতে হলে ঢাউস সাইজের বই হয়ে যাবে। লেখক তথ্য-আহরণে যথাসাধ্য শ্রম দিয়েছেন। আলোচনাগুলো প্রাণবন্ত করতে লেখকের মেধার প্রশংসা না করে পারছি না। তবুও সম্পাদনাকালে লেখকের বক্তব্যকে পূর্ণতা দিতে কিছু জায়গায় প্রয়োজনীয় টিকা সংযুক্তি বা প্রাসঙ্গিক আলোচনা সংযোজনের প্রয়াস পেয়েছি। আলোচনাগুলো দালিলিক ও প্রমাণসিদ্ধ করতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন প্রিয় ভাই ইফতেখার আহমেদ ইমন।

প্রথমবার প্রায় ৯০ ভাগ কাজ সম্পন্ন করার পর টেকনিক্যাল জটিলতায় পুরো ফাইল-ই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। পরে দ্বিগুণ সময় ব্যয়ে পুরো বইয়ের কাজ আমাদের দ্বিতীয়বার করতে হয়েছে। সেক্ষেত্রে প্রিয় ইফতেখার ভাইয়ের সহযোগিতা না-হলে বইটি এত সহজে পাঠকের হাতে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হতো না। ব্যস্ততার মধ্যেও সাগ্রহ সাহায্যের জন্য ইফতেখার ভাইয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি সহধর্মিণী হুমাইরা সাদিকের প্রতিও, ছোট ছোট অনেক ব্যাপারে সেও আমার বেশ উপকার করেছে। আমার মতো তালিবুল ইলম থেকে কৌশলে কাজ আদায় করে নেওয়ায় বন্ধুপ্রতিম প্রকাশক আসআদ ভাইয়ের প্রতিও সশ্রদ্ধ শুকরিয়া জানাচ্ছি।

পরিশেষে বলি, বইটির পেছনে আমাদের যথেষ্ট সময় ও মেধা ব্যয় হয়েছে; তবুও বইটি যদি একজন মাত্র পাঠককেও সজাগ করতে পারে—তাহলেই আমাদের শ্রম ও সাধনা সাফল্য পাবে বলে মনে করছি। বইটিকে যৌক্তিক ও প্রামাণিক করে তুলতে আমাদের চেষ্টার কমতি ছিল না, এরপরও পড়তে গিয়ে কোথাও খটকা লাগলে, অযৌক্তিক ঠেকলে কর্তৃপক্ষ বরাবর যোগাযোগ করলে আমরা সেটা ভেবে দেখবো। প্রয়োজন ও প্রসঙ্গ-বিচারে পরবর্তী সংস্করণগুলোতে নতুন সংযোজনের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে—ইন শা আল্লাহ। আল্লাহ আমাদের ভুল ত্রুটি ক্ষমা করে বইটির উত্তম উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করে দেন, আমিন!

দোয়ার মুহতাজ
সাদিক ফারহান

সূচিপত্র

১	ইলুমিনাতি; প্রাচীন ইতিহাস	১৫
২	ফ্রিম্যাসনের পরিচয়	১৯
৩	মুক্ত বিশ্বকোষ 'উইকিপিডিয়া' অনুযায়ী ইলুমিনাতি	২৪
৪	ডলারের অসমাপ্ত পিরামিড	২৫
৫	আধুনিক ইলুমিনাতির জন্ম	২৭
৬	কর্মপদ্ধতি; যে ধারায় সামনে বাড়ে ইলুমিনাতি	৩১
৭	মাস্টারপ্ল্যান; বাস্তবায়নে সক্রিয় অঙ্গসংগঠন	৩৮
৮	গুপ্তহত্যা; ইলুমিনাতির কাঁটা-নির্মূলতত্ত্ব	৪৩
৯	ইলুমিনাতির সাইন; পেছনের রহস্য	৫১
১০	NEW WORLD ORDER : ইলুমিনাতি সৃষ্ট ধর্ম	৫৪
১১	'বিশ্বভ্রাতৃত্ব', 'বিশ্বনিরাপত্তা' ও 'জাতিগত বন্ধুত্ব'	৫৯
১২	প্রটোকল; ফাঁস হয়ে যাওয়া ইহুদি-চক্রান্তের এক ঘৃণ্য দলিল	৬৪
১৩	ইলুমিনাতির অর্থনৈতিক প্রভুত্ব	৮০
১৪	পরিবারতন্ত্র; বিশ্ব অর্থনীতির অদৃশ্য নিয়ন্ত্রক	৮৩
১৫	পেট্রোডলার; শোষণের হাতিয়ার	৯০
১৬	ইলুমিনাতির খাদ্য নিয়ন্ত্রণ	৯৩

১৭	পানি নিয়ে যুদ্ধ ও ষড়যন্ত্র	৯৯
১৮	প্রযুক্তি : ইলুমিনাতির ALL SEEING EYE বা সর্বদ্রষ্টা	১০৮
১৯	হার্প; ইলুমিনাতির ঐশ্বরিক শক্তি	১১১
২০	নাইন ইলেভেন; ইলুমিনাতির সাজানো নাটক	১২৪
২১	সুইসাইড গেম; ইলুমিনাতির ভার্চুয়াল অস্ত্র	১৩১
২২	বারমুডা ট্রাইএঙ্গেল; ইলুমিনাতির হেডকোয়ার্টার	১৩৩
২৩	ড্রাগন ট্রাইএঙ্গেল; বারমুডার সহোদর	১৪৪
২৪	জেরুজালেমের উত্থান এবং সুপারমুন	১৫০
২৫	ইলুমিনাতির স্বপ্নভূমি; পরবর্তী সুপার পাওয়ার ইসরাইল	১৫৪
২৬	ইসরাইল; দ্য স্টেট অব গড	১৬০
২৭	ভারতে ইলুমিনাতি	১৬২
২৮	ড্যান ব্রাউন; দ্যা ভিঞ্চি কোড-এর স্রষ্টা	১৬৮
২৯	ফ্লাইং সোসার্স; ইলুমিনাতির বাহন	১৭৭
৩০	বিশ্ব নেতাদের নির্জলা মিথ্যাচার; কীসের আলামত?	১৮০
৩১	হলুদ মিডিয়া; ইলুমিনাতির প্রভুভক্ত কুকুর	১৮৪
৩২	দাজ্জাল; যার আগমনের প্রতীক্ষায় ইলুমিনাতি	১৮৯
৩৩	একটি অনুরোধ, প্রকাশিতব্য বই, লেখক-পরিচিতি, পাঠ-অনুভূতি	২০৫-২০৮

[১]

ইলুমিনাতি; প্রাচীন ইতিহাস

যাত্রা

২০১৮ সালের মে মাস, রোজা চলছে। মাত্রই শেষ হয়েছে এইচএসসি পরীক্ষা। ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন প্রিপারেশন নিচ্ছি, তখনো কোন কোচিংয়ে ভর্তি হইনি। তের রমজানের সেহরি শেষ করেছি, এমন সময় ফোনটা পরপর কয়েকবার টুংটাং করে উঠল। হাতে নিয়ে দেখি খুব কাছের একজন বন্ধুর মেসেজ, কিছু লিংক পাঠিয়েছেন তিনি। স্বাভাবিকভাবেই আমি একটা লিংক ওপেন করলাম; কিন্তু তারপর আর স্বাভাবিক থাকতে পারলাম না। রুদ্ধশ্বাসে লিংকের লেখা শেষ করলাম। তারপর আরেকটা, তারপর আরেকটা...তারপর ইন্টারনেটে সার্চ দিলাম, চোখের সামনে উন্মোচিত হলো বিশাল এক অন্ধকার জগৎ। আমার অস্তিত্ব যেন প্রচণ্ড এক হোঁচট খেল। লেখাগুলো পড়তে পড়তে আমি পরিচিত হই নতুন এক শব্দের সাথে—ইলুমিনাতি; যা এর আগে কখনো আমি শুনি নি। নামটি শুরুতেই যেন একটি ঘোরের মধ্যে ঠেলে দিল আমাকে। শব্দটি নিয়ে ঘাঁটতে থাকলাম আমি। ধীরে ধীরে পরিচিত হলাম নতুন এক অজানা জগতের সাথে—এ যেন কেঁচো খুঁড়তেই বেরিয়ে এসেছে সাপ!

'ইলুমিনাতি'কে অনুসরণ করতে গিয়ে ফ্রিম্যাসনসহ আরও বেশকিছু সংগঠনের ব্যাপারে জানতে পারলাম। পরে এগুলোর ইতিহাস ঘাঁটতে গিয়ে রহস্যের এক বিরাট দ্বার উন্মোচিত হয় আমার সামনে। এ যেন রহস্যঘেরা অন্য কোনো জগত; এ যেন নতুন কোনো গ্রহের ভিন্ন কিসিমের নানামাত্রিক ষড়যন্ত্রের মলাট।

গোড়ার কথা; হিরাম আবিফের মৃত্যু-রহস্য

প্রিয় পাঠক, চলুন ঘুরে আসি কয়েক হাজার বছর পেছনের অতীত থেকে....

তখন নবী সুলাইমান আলাইহিস সালামের নবুয়তকাল চলছে। টায়ারে[১]র রাজা হিরামের কাছে নবী সুলাইমান আলাইহিস সালাম একটি উপাসনালয় তৈরি করার জন্য সহযোগিতা চাইলেন। রাজা হিরাম তার পুত্র আবিফ হিরামকে পাঠালেন পয়গম্বর সুলাইমান আলাইহিস সালামের সহযোগিতার জন্য। আবিফ হিরামের নির্মাণ-দক্ষতা ছিল স্বীকৃত। তার শৈল্পিক গুণের প্রশংসায় লোকে বলত—স্বর্ণের সাথে রৌপ্য ও লোহা; পাথরের সাথে কাঠ ও রত্ন; গোলাপির সাথে নীল কিংবা কাপড়ের ভাঁজে রেজিনকে গাঁথার কায়দা—পুরো দুনিয়ায় তারচেয়ে ভালো কেউ রপ্ত করতে পারে নি। এছাড়া তার প্রতি নিয়ামতস্বরূপ ছিল নবী সুলাইমান আলাইহিস সালামের মাধ্যমে পরোক্ষ 'ঐশ্বরিক' যোগাযোগ—যাকে ম্যাসনরা 'গুপ্তশক্তি' হিসেবে গণ্য করে। এই গুপ্তশক্তি তিনি দিতে চেয়েছিলেন তার শ্রেষ্ঠ শিষ্যদের। তিনি চাইছিলেন উপাসনাগৃহের নির্মাণকাজ শেষ হলেই তিনি শিষ্যদের এটি শিখিয়ে দেবেন; কিন্তু লোভী তিনজন নির্মাতার অতটা ধৈর্য ছিল না।

লোভাতুর এই তিনজন এক সন্ধ্যায় পবিত্র উপাসনাগৃহের দরজা ভেতর থেকে আটকে দেয়। হিরামের কাছে জানতে চায় গুপ্তশক্তির রহস্য। জবরদস্তির মুখেও হিরাম যখন গুপ্তমন্ত্র প্রদানে রাজি হচ্ছিল না, তারা তখন হিরামকে আঘাত থাকে; হিরামের একদিনের বিশ্বাসী বন্ধুরাই তাকে উপর্যুপরি আঘাত করতে থাকে—ঘাড়ে, গলায়, বুকে এবং মস্তিস্কে। আঘাতে জর্জরিত হয়ে তিনি আর্তনাদ করতে থাকেন। আঘাতে আঘাতে একসময় তার আর্তনাদ ক্ষীণ হতে হতে শেষ হয় মৃত্যুতে। তবুও তিনি তার ঐশ্বরিক জাদু ঘৃণ্য আক্রমণকারীদের জানতে দিলেন না। তাদের অসংযত হাতে এই আমানত তুলে দেওয়ার বিপরীতে তিনি বেছে নিলেন পৃথিবী থেকে চিরগমন।

সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত নেমে এলো। হতাশ ও ভীত খুনিরা তার লাশ সোনালি-দরোজা দিয়ে বয়ে নিয়ে গেল মন্দিরের বাইরে। চারদিক দেখে গোপনে লাশ কবর দিয়ে দিল পাশের জঙ্গলাকীর্ণ টিলায়।

---

[১]এশিয়া-মহাদেশের অন্তর্গত তুরস্কের পশ্চিমে ভূমধ্য-সাগরের অন্তর্গত লেভান্ত উপসাগরের পূর্বউপকূলে, ৩৩° ডিগ্রি উত্তর-অক্ষরেখায় টায়ার নগরী অবস্থান। এখন প্রাচীন টায়ারের ভগ্নাবশেষ অবশিষ্ট আছে। তৎকালীন পৃথিবীর মধ্যে সমৃদ্ধিশালী নগর হিসেবে পরিগণিত হতো টায়ার। প্রথমে টায়ার নগরী তুরস্কের (পালেস্তিন-প্রদেশের) সীমানার মধ্যেই অবস্থিত ছিল।

সকাল হতেই খোঁজ পড়ল হিরামের। বাতাসের গতিতে খবর পৌঁছে গেল নবী সুলাইমান আলাইহিস সালামের কাছে। সংবাদ শুনেই তিনি আঁচ করলেন—কী ঘটে থাকতে পারে। সাতজন সাহসী ও দূরদর্শী ম্যাসনকে তিনি হিরামের লাশ খুঁজতে পাঠালেন। তিন দিকে গেল ছয়জন এবং বাকি একজন রাজার সাথে গেল পূর্বদিকে। অল্প সময়েই খুঁজে পাওয়া গেল হিরামের লাশ। নিথর হিরামকে উপাসনাপ্রাঙ্গনে পড়ে থাকতে দেখে স্তম্ভিত সুলাইমান আলাইহিস সালামের চোখে অশ্রু নেমে আসে। যে-নকশা তিনি অলৌকিকভাবে পেয়েছিলেন, সেই নকশার নির্মাতা চোখের সামনে শুয়ে আছে; নীরব, নিথর।

শয়তান-পূজার সূচনা

হিরাম-হত্যার ঘটনায় অনতিবিলম্বে খুঁজে বের করা হলো খুনি জুবেলা, জুবেলো এবং জুবেলাসকে। শাস্তিও পেল তারা যথাযোগ্য; কিন্তু এই ঘটনায় ম্যাসনদের মধ্যে লোভের আগুন ছড়িয়ে পড়ল। একদল সুলাইমান আলাইহিস সালামের উপাসনাগৃহ নির্মাণে ব্যাপৃত রইল সততা ও নিষ্ঠার সাথে। অন্যদলের বুকের ভেতর লকলক করে উঠল লোভ। তাদের ধারণা হলো—খোদা যদি শক্তির আধার হন, আর সুলাইমান যদি হোন তার প্রতিনিধি; তাহলে আমরা? আমাদের পরিচয় কী? আমরা যাবো বিপরীত দিকে। কী বা কে হবে সেই বিপরীত মেরুর লক্ষ্য? সমুচ্চারিত হলো লুসিফারের নাম। নিশ্চিত করে বলা না গেলেও ঐতিহাসিকদের ধারণা—সেই থেকেই ব্ল্যাক ম্যাজিক বা শয়তানের উপাসনার ধারার সূত্রপাত। পৃথিবীর সবচেয়ে দক্ষ নির্মাতা, প্রকৌশলী আর ডিপ্লোম্যাটদের একটি দল হয়ে উঠল বিজাতীর সাধক। শুরু হলো শয়তানের পূজা, স্রষ্টা-বিরোধী ঘৃণ্য এক ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত।

পূজারী

সামাজিকভাবে যারা সবচেয়ে উঁচু, যাদের সম্মান প্রায় আকাশছোঁয়া, যাদের শক্তির কোনো তুলনা নেই, তাদেরকেই বেছে নেওয়া হতো শয়তানের পূজার জন্য। যেমন—রানি ভিক্টোরিয়া কিংবা স্যার চার্লস ওয়ারেন, তারা যদি হিরাম আবিফের ইতিহাস তুলে বেছে নেয় স্যাটানিক ভার্সেস—খারাপ তো লাগারই কথা। যদি ড্যান ব্রাউন কিংবা ক্রিস্টোফার নাইট ও রবার্ট লোমাসের মতো মানুষেরা এই রহস্যের জটের ওপর আলো না ফেলতেন, তাহলে হয়তো আমরা একে চিরকাল

'ফান' বলেই উপেক্ষা করতাম; কিন্তু একবিংশ শতাব্দী তো ছুটছে আলো তথা ডিজিটের ওপর ভর করে। ভেড়ামারার সাধারণ এক কৃষক-সন্তান জ্ঞানী, নাকি কানাডার প্রধানমন্ত্রী—সেটা এখন আর ম্লেচ্ছ-ব্রাহ্মণ দিয়ে বিচার হবার নয়। মানুষের দ্বারা আরোপিত সব বর্ডার ভেঙে দিয়েছেন বিল গেটস।

তো, এখানে যে ম্যাসনদের কথা উঠে এলো, এদেরকে আবার ফ্রিম্যাসনও বলা হয়ে থাকে। খুব সংক্ষেপে এখানে তাদের সম্পর্কে সামান্য কিছু তথ্য দেবো। এর প্রয়োজন ও যথার্থতা সামনে বুঝে আসবে। আশা করছি, এই সামান্য আলোচনা আপনার চিন্তাকে খুব বড়ো একটি ধাক্কা দিতে যাচ্ছে।

[২]

ফ্রিম্যাসনের পরিচয়

ফ্রিম্যাসন বলতে বোঝায় 'উদারতা' 'ভ্রাতৃত্ব' 'সমান-অধিকার' এর ব্যানারে ঐক্যবদ্ধ হওয়া একটি সুসংহত দল। ফ্রিম্যাসন দুটি শব্দ নিয়ে গঠিত হয়েছে। Free অর্থ স্বাধীন। Mason অর্থ কারিগর। দুটো শব্দ মিলে হয় Freemason তথা স্বাধীন কারিগর। ইতিহাসে স্বাধীন কারিগর নামে দুটি দলের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রথমটির কার্যপ্রভাব থেকেই দ্বিতীয়টির সৃষ্টি। তবে দুটোর কর্ম পদ্ধতি এবং বিশ্বাস ভিন্ন ভিন্ন। প্রথমটির যাত্রা শুরু হয় রোমান সাম্রাজ্যে খ্রিস্টপূর্ব ৭১৫ সালে। আর দ্বিতীয়টির যাত্রা ইহুদিদের ব্যাবিলনীয় বন্দিদশার (খ্রিস্টপূর্ব ৫৮৬-৫৩৯) সময়।

শুরুর কথা

খ্রিস্টপূর্ব ৭১৫ সাল। রোমান সাম্রাজ্যের অধিশ্বর তখন সম্রাট নিউম পোম্পিলিউস (খ্রিস্টপূর্ব ৭৫৩-৬৭৩)। তিনি ভাবলেন, ধর্মীয় স্থাপনা, সম্রাটদের মূর্তি, দূর্গপ্রাচীর বানানোর জন্য একদল কর্মঠ শক্তিশালী লোককে একত্র করতে হবে। তিনি একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠার কথাও চিন্তা করলেন। কথা অনুযায়ী কাজ। তিনি রাজ্য থেকে সুনিপুণ কারিগরদের খুঁজে এনে তাদের একত্র করলেন। তাদের মাধ্যমে তিনি একটি একাডেমি প্রতিষ্ঠা করলেন, যেখানে কারিগরি শিক্ষা এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের চর্চা হবে। তিনি এর নাম দিলেন 'স্বাধীন কারিগর একাডেমি'।

সম্রাট এই সংঠনটির একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিলেন। সদস্যদের ছোট ছোট দলে ভাগ করলেন। দলনেতার নাম দেওয়া হলো 'উস্তাদ'। তার অধীনে ছিল একদল কর্মী, যাদেরকে ছাত্র, সহকারী, হিসেবরক্ষক, কলমচি এবং স্বাস্থ্য-সুরক্ষা কমিটি ইত্যাদি পদে ভাগ করে দেওয়া হলো। তবে মোটাদাগে তাদেরকে তিনভাগ করা হলো উস্তাদ, ছাত্র ও সহযোগী।

প্রতি পাঁচ বছরে সংগঠনটির সদস্যসভা অনুষ্ঠিত হতো। তাদের কার্যক্রম এবং আলোচনা শুরুর আগে ধর্মীয় রুসুম পালন করা হতো। তাদের প্রার্থনা শুরু হতো

'মহাবিশ্বের স্থপতি' (তাদের ধর্মীয় ব্যাখ্যা অনুযায়ী পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা) এর নামে। সভাতে সমসাময়িক পার্থিব জ্ঞান, শিষ্টাচার এবং কারিগরিবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হতো। অল্পদিনেই রোমান সাম্রাজ্যে তাদের সুনাম-সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।

রোমানদের বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই সংগঠনটির পরিধিও বাড়তে থাকে। খ্রিস্টপূর্ব ২৮০ সালে উত্তর আফ্রিকার উপকূলীয় অঞ্চল (বর্তমান তিউনিসের কার্থাজ শহর) এবং প্রাচীন গুল শহরগুলো (বর্তমান বেলজিয়াম, ফ্রান্স, জার্মানি, সুইজারল্যান্ড, নেদারল্যান্ড ও উত্তর ইতালি) রোমানদের হাতে আসলে সেখানেও সংগঠনের কার্যক্রম চলতে থাকে। এই অঞ্চলগুলোর ধর্মীয় প্রতীক, সুদর্শন স্থাপনা এবং দুর্গপ্রাচীরগুলো এদের হাতেই নির্মিত হয়েছিল। যুগে-যুগে রোমান এম্পায়ায়ের অনুগত দেশগুলোতে কোসোটিউস, খিস, মার্ক স্টালিয়াস, পেনালিয়াস, সাইরেস, ক্লোরসেস এবং কারসেসদের মতো মহান স্থপতিরা এই সংগঠনটি পরিচালনা করে গেছেন।

ব্যাবলনীয় বন্দিদশা এবং ইহুদি ফ্রিম্যাসন

ব্যাবিলনীয় বন্দিদশা ইহুদিদের ইতিহাসের এক সংকটপূর্ণ অধ্যায় ছিল। খ্রিস্টপূর্ব ৫৮৬ সালের কথা। ব্যাবিলন সাম্রাজ্যের বাদশাহ বুখতে নাসার জেরুজালেমে উপস্থিত হয়েছেন। সঙ্গে হাজার হাজার যুদ্ধবাজ সেনা। ব্যাবিলন সাম্রাজ্যের পরিধি আজ জেরুজালেম পর্যন্ত পৌঁছেছে।

ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে চালাতে বুখতে নাসার শহরে প্রবেশ করলেন। পুরো শহর গুঁড়িয়ে দিলেন। সুলাইমান আলাইহিস সালামের মসজিদে আকসাও তার ধ্বংসযজ্ঞ থেকে বাদ পড়ল না। হাজার হাজার ইহুদি নিহত হলো। জীবিতদের বন্দি করে ব্যাবিলনে নিয়ে যাওয়া হলো। ইহুদিরা দুইভাগে ইহুদি রাজত্ব পরিচালনা করত। দক্ষিণ সাম্রাজ্য এবং উত্তর সাম্রাজ্য। খ্রিস্টপূর্ব ৬৯৭ সালে উত্তর সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছিল এসোরিয়ানদের হাতে। আজ দক্ষিণ সাম্রাজ্যেরও পতন ঘটে গেল।

ব্যাবিলনীয় বন্দিদশায় ইহুদিরা প্রায় সত্তর বছর অতিবাহিত করে। এ সময়ে ইহুদি পাদরিরা একটি ধর্মীয় কিতাব রচনা করে। এর নাম হলো তালমুদ[২]। ইহুদি পাদরিরা সাধারণ বোকা ইহুদিদের বলল, 'এই কিতাব তোমাদের পাদরিদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। এই কিতাবে তোমাদের জন্য একটি বিশেষ সুসংবাদ দেওয়া আছে। তোমাদের রব বলেছেন, 'তোমরা একসময় এই গোটা পৃথিবীর অধিশ্বর হবে'। তোমরা তাঁর প্রিয়তম বান্দা এবং তোমরা তার উপাদান থেকেই সৃষ্ট। তাই তোমাদের রব তোমাদের সাথে এই অঙ্গীকার করেছেন'। ইহুদিদের সাহস যোগাতে পাদরিরা এই কাজ করেছিল; কিন্তু পরবর্তী সময়ে এই কিতাবই তাওরাতের স্থান দখল করে নেয় এবং ইহুদিদের মগজে এই উদ্ভট ভাবনা প্রোথিত হয়ে যায়।

তালমুদের এই মিথ্যা ঘোষণা থেকেই ইহুদিরা বিশ্ব দখলের স্বপ্ন দেখা শুরু করে। এই ভবিষ্যৎবাণী বাস্তবায়নের জন্য তারা একটি সুসংহত দল তৈরি করে। যাদের কাজ ছিল হাইকালে সুলেমানি এবং ইহুদি রাজত্ব প্রতিষ্ঠার পেছনে নিজের সর্বত্র ব্যয় করা। একসময় এই সুসংহত দলটিই 'ফ্রিম্যাসন' এর রূপ নেয়। রোমান স্থপতিদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েই তারা নিজেদের জন্য এই নামটি বেছে নিয়েছিল।

ফ্রিম্যাসনের যাত্রা ঠিক কবে থেকে শুরু হয়েছিল, এ ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের বহু মত পাওয়া যায়। যুগে-যুগে দলটি অতি গোপনভাবে কার্য পরিচালনা করে আসছে। লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকেও তারা নিজ উদ্দেশ্য হাসিলে ব্যর্থ হয় নি। তাই তাদের উপস্থিতি মানুষ আঁচ করতে পারে নি। এইজন্য ঐতিহাসিকরা নির্দিষ্ট কোন সিদ্ধান্তে

---

[২] তালমুদ : ব্যাবিলনীয় বন্দিদশায় ইহুদিরা প্রায় সত্তর বছর অতিবাহিত করে। এই বন্দিত্বকালীন সময়ে ইহুদি পাদরিরা একটি ধর্মীয় কিতাব রচনা করে। এরই নাম হলো তালমুদ। ইহুদি পাদরিরা সাধারণ বোকা ইহুদিদের বলে, 'এই কিতাব তোমাদের পাদরিদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। এই কিতাবে তোমাদের জন্য একটি বিশেষ সুসংবাদ দেওয়া আছে। তোমাদের রব বলেছেন, 'তোমরা একসময় এই গোটা পৃথিবীর অধিশ্বর হবে। তোমরা তাঁর প্রিয়তম বান্দা এবং তোমরা তার উপাদান থেকেই সৃষ্ট। তাই তোমাদের রব তোমাদের সংগে এই অঙ্গীকার করেছেন।' ইহুদিদের সাহস যোগাতে পাদরিরা এই কাজ করেছিল; কিন্তু পরবর্তী সময়ে এই কিতাবই তাদের মাঝে তাওরাতের স্থান দখল করে নেয় এবং ইহুদিদের মগজে এই উদ্ভট ভাবনা প্রোথিত হয়ে যায়।

পৌঁছতে ব্যর্থ হয়েছেন। আমাদের কাছে যেই মতটি শক্তিশালী মনে হয়েছে আমরা ওপরে সেটাই তুলে ধরেছি।

ফ্রিম্যাসনের ভাগ

ফ্রিম্যাসনেরা মোট তিনটি ভাগে বিভক্ত :

- ১. সাধারণ প্রতীকী ফ্রিম্যাসন : বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে 'উদারতা','ভ্রাতৃত্ব', 'সমান অধিকার'-এর নামে এই ভাগটিই কাজ করে। এই ভাগের সদস্যরা সমাজের গণতান্ত্রিক নেতা, উদারপন্থী লেখক ও মিডিয়াকর্মী হয়ে থাকে। সদস্যদের ম্যাসনীয় রুসুম-রেওয়াজ পালন করে বিভিন্ন স্তর অর্জন করতে হয়। যার যতটুকু চেষ্টা তার স্তর ততো উন্নত হতে থাকে। সর্বোচ্চ স্তর হলো '৩৩ ডিগ্রি'। ৩৩ ডিগ্রি হলো তেত্রিশটি স্তরের সমাগ্রিক নাম। প্রত্যেক স্তরের আলাদা আলাদা নাম রাখা আছে। সর্বশেষ স্তরের নাম হলো 'গ্রেট মেসন'। এই ভাগের সদস্যরা অধিকাংশই অ-ইহুদি হয়।

- ২. রাজপদ ফ্রিম্যাসন : এই ভাগে বিশেষভাবে ইহুদিরাই সদস্য হয়ে থাকে। অ-ইহুদিদের এই ভাগে কোনো জায়গা নেই। প্রথম ভাগের 'তেত্রিশ ডিগ্রি' অর্জনকারীরাই এই ভাগে আসার সুযোগ পেয়ে থাকে। তবে যারা ইহুদিদের স্বার্থ রক্ষায় অঙ্গীকারবদ্ধ এবং তাদের চরম আস্থা অর্জন করতে পারে তারাও কখনো কখনো এই ভাগে আসার সুযোগ পায়। এই ভাগের সদস্যদের তালমুদে যে হাইকালে সুলেমানি এবং ইহুদি রাজত্বের কথা বলা হয়েছে, তার ওপর প্রগাঢ় বিশ্বাস রাখতে হয়। খোদার কসম করে তাদের এজেন্ট হয়ে কাজ করার কথা জানাতে হয়।

- ৩. স্থপতি ফ্রিম্যাসন : ফ্রিম্যাসনের এই ভাগটিই মূলত লোকচক্ষুর অন্তরালে বাস করে। এই ভাগের প্রধান কে—আজও কেউ নির্দিষ্ট করে বলতে পারে নি। ধারণা করা হয়, দাজ্জালই এই ভাগের ছায়াপ্রধানের

মতো। ইহুদি গোত্র 'ইয়াহুজা' এর লোকেরাই শুধুমাত্র এই ভাগের সদস্যপদ পায়। সদস্যদের সীমিত কোটা থাকে তিনশত।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অদৃশ্য নিয়ন্তা যে ফ্রিম্যাসনারি গোষ্ঠীটি, সেই গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে রয়েছে ফরাসি লেখক ভলতেয়ার, জার্মান সঙ্গীতবিদ মোজার্ট, মার্কিন বৈজ্ঞানিক বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটন থেকে শুরু করে বর্তমান কালের 'যুদ্ধাপরাধী' মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশ।

উপমহাদেশীয় ফ্রিম্যাসনারি

অনেকে মনে করেন, উপমহাদেশেও এদেশের প্রতিনিধিত্বকারী একাধিক ব্যক্তি রয়েছেন। স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী, যিদ্দু কৃষ্ণমূর্তি, রাধাকৃষ্ণা, রাজ টাটা; স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতাদের মধ্যে রাম প্রসাদ বিসমিল, ভগত সিং, শ্যামজী কৃষ্ণভার্মা, ভাই পরমানন্দ এবং লালা লাজপাট রায়, শ্রী অরবিন্দ এবং সুবাস চন্দ্র বোস পর্যন্ত এরা সবাই ফ্রিম্যাসন ছিলেন। ঠিক একইভাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও ফ্রিম্যাসন ছিলেন। বর্তমানের ভোডাফোনের অরুন সারিন, টাটা এন্টারপ্রাইজের রতন টাটা সবাই ফ্রিম্যাসন।[৩]

[৩] Denslow, William R.; Truman, Harry S. (2004). 10,000 Famous Freemasons from A to J. Kessenger Publishing LLC. ISBN 1-4179-7579-2. Retrieved 23 January 2012. https://bit.ly/2YNNCqQ

[৩]
মুক্ত বিশ্বকোষ 'উইকিপিডিয়া' অনুযায়ী ইলুমিনাতি

'দ্য ইলুমিনাতি' একটি গুপ্ত সংগঠন। ১৭৭৬ সালের ১লা মে ব্যাভারিয়াতে অ্যাডাম ওয়েইশপ্ট এই সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করেন। ইলুমিনাতি শব্দের অর্থ 'যারা কোনো বিষয়ে বিশেষভাবে আলোকিত বা জ্ঞানার্জনের দাবি করে' অথবা 'বিজ্ঞান বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন কোনো দল'।

অ্যাডাম ওয়েইশপ্ট একজন জেসুইট ছিলেন। পরে ব্যাভারিয়ার ইঙ্গলস্ট্যাড বিশ্ববিদ্যালয়ে খ্রিষ্টান ধর্মীয় বিষয়ে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন; কিন্তু পরবর্তীকালে তার হাতেই গড়ে ওঠে এই ইলুমিনাতি। অনেকেই ধারণা করে থাকে, ইলুমিনাতির সৃষ্টির পেছনে মূল ভূমিকা পালন করেছে ফ্রিম্যাসনরা। ক্যাথলিক খ্রিস্টানদের চোখে ইলুমিনাতিরা 'ষড়যন্ত্রকারী' হিসেবে পরিগণিত হয়। অনেকের মতে, এরা নতুন বিশ্বব্যাবস্থা গড়ে তোলার নীল নকশা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। ড্যান ব্রাউন রচিত *এঞ্জেল্‌স অ্যান্ড ডিমন্স* উপন্যাস প্রকাশের ফলে এই সংগঠনটি আধুনিককালে আবার আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়।

ইলুমিনাতির উদ্ভবের যথাযথ কারণ এখনো বিশ্লেষকদের কাছে পরিষ্কার নয়। নতুন পৃথিবী গড়া তাদের মূল লক্ষ্য হলেও আপাতদৃষ্টিতে তারা ধর্মীয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের বিরুদ্ধে গুপ্তভাবে যথেষ্ট সোচ্চার। বিশেষভাবে ধারণা করা হয়, মধ্যপ্রাচ্য এবং এশিয়ার ধর্মীয় নৈতিক স্খলনগুলো এদের দ্বারাই প্রকাশ্যে আসে। নতুন করে বর্তমান সময়ে এটি আবার আলোচিত হতে শুরু করেছে। মানুষ মনে করে থাকে, ইলুমিনাতি সদস্যরা পৃথিবী নিয়ন্ত্রণ করে।'

উইকিপিডিয়ার ওপরের স্বীকারোক্তি মূলত সত্যকে আড়াল করে জনমানসে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা। তাছাড়া, ইলুমিনাতির ইচ্ছার বাইরে গিয়ে তথ্য প্রকাশের দুঃসাহস উইকিপিডিয়ার নেই।[৪]

---

[৪] মুক্ত বিশ্বকোষ উইকিপিডিয়া : https://bit.ly/34nfvat

[৪]
ডলারের অসমাপ্ত পিরামিড

আমেরিকান ডলার দেখেছেন নিশ্চয়-ই? ডলারে মুদ্রিত অসমাপ্ত একটা পিরামিডের ছবি আছে। পিরামিডের নিচে লেখা : Novus ordo seclorum—মানে, নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার।

অনেকে বলে থাকেন, এটা আসলে 'সেক্যুলার ওয়ার্ল্ড অর্ডার'। সেক্যুলার মানে—ধর্ম-নিরপেক্ষ বা ধর্মকে বাদ দিয়ে। আবার উপরে লেখা annuit coeptis—মানে he approves the undertaking (আমেরিকার অধিগ্রহণ 'তিনি' অনুমোদন দিয়েছেন)। ডলারটিতে আড় বরাবর আরও লেখা, 'In god we trust'. বিশ্বাস করে সেটা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। অনেক কন্সপিরেসি থিওরি-মতে, ম্যাসনরা স্যাটানিক। অর্থাৎ তাদের 'গড' বা 'তিনি'টা আসলে লুসিফার/স্যাটান। আশ্চর্যজনক হলেও সত্য, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম/মুসলিমদের এর 'গড' এ তারা বিশ্বাস করে না বোঝা গেল; কিন্তু আমেরিকার স্থপতি ম্যাসনরা কোন 'গড'-এ বিশ্বাস করে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম যে দাজ্জাল/এন্টিক্রাইস্টের বর্ণনা দিয়েছেন সেই দাজ্জাল হবে একচোখা, যা ম্যাসনদের প্রতীক all seeing eye-এর সাথে পুরোপুরি মিলে যায়। ধারণা করা হয়, বর্তমান বিশ্ব ম্যাসনদের দ্বারাই পরিচালিত হচ্ছে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু করে ইংল্যান্ডের রানী—সবাই ফ্রিম্যাসন। শুধু তাই নয়, ইংল্যান্ডের রাজবংশের সাথে আমেরিকার বেশিরভাগ রাষ্ট্রনায়কের রক্ত-সম্পর্ক আছে। আরও অবাক করা বিষয়, ইংল্যান্ডের রাজবংশ 'windsore'-রা নাকি আসলে মিশরের ফারাওদের বংশধর!

সে যাইহোক, বর্তমান আমেরিকা যে ম্যাসনদের বহু পরিকল্পিত এক ভূমি—তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাদের 'সেক্যুলার' দুনিয়া পাবার আকাঙ্ক্ষার পাশেই লেখা In god we trust-এ যে গডের কথা বলা হয়েছে সেটা কোন গড? এটা কি লুসিফার, নাকি প্রাচীন সূর্যদেবতা হোরাস, নাকি জিসাসের গড? সবকিছু মিলিয়ে ম্যাসনদের কাজকারবার যেন আলো আঁধারে ঘেরা এক রহস্যই সবার কাছে। আর এই রহস্যে আলো ফেলতেই আসে আধুনিককালের 'ইলুমিনাতির'

কথা।

ইলুমিনাতি মূলত ম্যাসন বা ফ্রিম্যাসনদের আপডেটেড ভার্সন। আসুন, জেনে নিই, আধুনিককালের ইলুমিনাতি বা শয়তান-পূজারীদের জন্মের ইতিবৃত্ত।[৫]

[৫] '*Illuminati; The cult that Hijaked the world*' by- Henry Makow; '*Illuminati 2; Deceit and Seducation* dy- Henry Makow; 'Conspiratons Hiearchy: The Committee of 300' by- Dr. Jhon Coleman; 'A summary of the secret society the 'Illuminati', Brown from the works of Henry Makow; 'The society of enlightenment' by- Richard Van Dulmen

[৫]
আধুনিক ইলুমিনাতির জন্ম

১৮ শতকের কথা। ইউরোপে তখন ক্যাথলিক খ্রিস্টানদের রাজত্ব চলছে। ক্যাথলিজমের বিরুদ্ধে তখন কারও মুখ খোলার দুঃসাহস ছিল না। বিভিন্ন সময়ে কিছু কিছু গোপন সংস্থা গড়ে উঠলেও সমাজবিপ্লব বা বড় কোনো আন্দোলনে তাদের উল্লেখযোগ্য কোনো অবদান ছিল না। সে শতাব্দীতেই ১৭৭৬ সালে জার্মানির দক্ষিণপূর্ব বৃহত্তম রাজ্য ব্যাভারিয়া থেকে যাত্রা শুরু করে 'ইলুমিনাতি'। ব্যাভারিয়ার ইঙ্গলস্ট্যাড ইউনিভার্সিটির খ্রিস্টীয় আইন ও ব্যবহারিক দর্শনবিদ্যার প্রফেসর ছিলেন অ্যাডাম ওয়েইশপ্ট [Adam Weishaupt] (1748–1830)। তার হাত ধরেই সূচিত হয় আধুনিক ইলুমিনাতির যাত্রা। ১৭৭৬ সালের পহেলা মে চারজন ছাত্রসহ এ-যাত্রা শুরু করেন তিনি। অথচ সে সময় ইঙ্গলস্ট্যাড ইউনিভার্সিটি ছিল সম্পূর্ণ জেসুইট প্রভাবিত। তারা প্রথাগতভাবে খ্রিস্টীয় সকল অনুশাসন মেনে চলত দ্বিধাহীনভাবে। প্রথম ইলুমিনাতির লোগো হিসেবে নির্ধারণ করা হয় গ্রিক জ্ঞানদেবী মিনারভার পেঁচা।

প্রতিষ্ঠাতা অ্যাডামের পরিচয়

ইলুমিনাতির প্রতিষ্ঠাতা অ্যাডাম ছিল একজন ইহুদি ধর্মযাজকের ছেলে; কিন্তু সে নিজেকে পরিচয় দিত একজন ক্যাথলিক খ্রিস্টান হিসেবে। তার ইলুমিনাতি প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য ছিল, খ্রিস্টধর্মের বিনাশ, রাজতন্ত্রের বিনাশ, বিশ্ব সরকারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, পারিবারিক বন্ধন এবং বিবাহব্যবস্থার উচ্ছেদ, উত্তরাধিকার এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার রদ করা এবং সর্বোপরি জাতিগত পরিচয় মুছে ফেলা। অ্যাডাম ওয়েইশপ্টের পরিবারের সঙ্গে জেসুইট সম্প্রদায়ের সম্পর্ক ছিল। জেসুইট সম্প্রদায়টি অকাল্ট এবং ভারতীয় যোগশাস্ত্র চর্চা করত বলে তারা ছিল রহস্যময়। অনেকের মতে জেসুইট সম্প্রদায়ের গুহ্য প্রতীক এবং সংকেত পরবর্তীকালে অ্যাডাম তার প্রতিষ্ঠিত গোষ্ঠীর প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। অ্যাডাম ইলুমিনাতি গোষ্ঠীকে ফ্রিম্যাসনারি গোষ্ঠীর 'চূড়ান্ত স্তর' হিসেবে দেখতেন।

ইলুমিনাতির জন্মস্থান

বর্তমান জার্মানির মানচিত্রে ইঙ্গলস্ট্যাড শহরের অবস্থান। এখানেই অষ্টাদশ শতকের শেষে ইলুমিনাতি গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছিল। অষ্টাদশ শতকে ইঙ্গলস্ট্যাড ছিল ব্যাভারিয়ার অর্ন্তগত। প্রতিষ্ঠাতা অ্যাডামও জন্মেছিলেন এখানেই। অ্যাডামের জন্মস্থান হওয়ায় এই ছোট্ট শহরটি একসময় আলোচনায় উঠে আসে।

জন্মদিন নির্ধারণের নেপথ্যে

অ্যাডম ইলুমিনাতি গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাদিবস হিসেবে ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দের মে মাসের ১ তারিখকে বেছে নিয়েছিল। কারণ, ওই দিনটি ছিল আদিম প্যাগানদের পবিত্র দিন। অনেকে কমিউনিস্ট আন্দোলনকে ফ্রিম্যাসনারি এবং ইলুমিনাতি গোষ্ঠীর পরিকল্পিত 'প্রজেক্ট' বা 'এজেন্ডা' হিসেবে দেখেন। মে মাসের ১ তারিখ কমিউনিস্টদের এক বিশেষ দিন। তাছাড়া ওই ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দই American Declaration of Independence ঘোষিত হয়েছিল এবং মার্কিন ওই ঐতিহাসিক ঘটনার নায়কদের অনেকেই ছিলেন ফ্রিম্যাসন—যারা ইউরোপ থেকে অষ্টাদশ শতকে 'নতুন বিশ্বে' গিয়েছিল। ইলুমিনাতি গোষ্ঠীর ভেতরে অ্যাডাম ছদ্মনাম ধারণ করেছিলেন। অ্যাডামের ছদ্মনাম ছিল 'স্পার্তাকাস'। অ্যাডাম বলেছিল, ইলুমিনাতি বিশ্বময় One World Order প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

ইলুমিনাতির শব্দের অর্থ

ইলুমিনাতি শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো—এমন একদল লোক, যারা কোনো বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী। ইলুমিনাতি সদস্যদের ভাষ্যমতে, তারা কুসংস্কারমুক্ত (মূলত ধর্মীয় বন্ধন ও আচার-প্রথামুক্ত) এক নতুন পৃথিবী প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করছে। তারা বিশ্বময় One World Order প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এই ইলুমিনাতি অন্য ভাষায় 'ইলুমিনাতি অব ব্যাভারিয়া' অথবা 'ইলুমিনাতি অর্ডার' নামেও পরিচিত।

ইলুমিনাতির উপাস্য

ইলুমিনাতি মূলত 'লুসিফার[৬]'-এর (শয়তানের) পূজা করে। তারা কোনো কিছুকে ভয় পেতে বারণ করে। তারা চায়—মানুষ বাধাহীনভাবে সব কাজে মেতে উঠুক; এমনকি যদি তা অযাচারও হয়। তারা বরং অশ্লীলতার বিস্তার চায়। কারণ, এতে সভ্যতা খুব দ্রুত ধ্বংস হবে। যার ফলে তারা মানুষকে বশে আনতে পারবে। তাই তারা চেষ্টা করে মানুষকে বেশি করে যৌনতার প্রতি আকর্ষিত করতে। তারা মানুষকে বশে আনার জন্য এমনভাবে কৌশল প্রয়োগ করে, যাতে মানুষ খুব সহজেই কাবু হয়ে যায়। বলতে গেলে শয়তান বা ফেরাউনের মাস্টার প্ল্যানিংয়ের মতো।

যেমন প্রথমদিকে শয়তান এসে হাওয়া আলাইহাস সালামকে বলেছিল, 'আল্লাহ তো আপনাকে এ ফলটি খেতে নিষেধ করেছেন; কিন্তু দেখতে তো নিষেধ করেন নি। আসেন, একটু দেখেন।' এরপর ধীরে ধীরে গন্ধ শোঁকার জন্য উৎসাহিত করে। তারপর ছুঁয়ে দেখতে আকর্ষিত করে এবং সবশেষে তা খাইয়েই ছাড়ে। শয়তান কিন্তু সরাসরি তাকে খেতে বলে নি। শয়তান তার প্ল্যান বাস্তবায়ন করেছে ধীরে ধীরে, সূক্ষ্ম কৌশলের মাধ্যমে।

ফেরাউনের কাছে ক্ষমতা যাওয়ার পর তার ইচ্ছা জাগে খোদা বলে পরিচিত হওয়ার। সে তার বিজ্ঞ বন্ধুর কাছ থেকে এ বিষয় পরামর্শ চাইলে সে বলে, সমাজের জ্ঞানচর্চা বন্ধ করে দিতে হবে। ফেরাউন পরামর্শ অনুসারে তা-ই করে। ফলে বনি ইসরাইল জাতি কিছু বছর পর মূর্খ জাতিতে পরিণত হয়। তখন সেই মূর্খ সমাজকে ফেরাউনের বশে আনতে পরবর্তী সময়ে মোটেও বেগ পেতে হয় নি।

ইলুমিনাতির সদস্যরা

'ইলুমিনাতি' একটি রহস্যপূর্ণ গোপন সংগঠন। এর সদস্যবৃন্দের মধ্যে রয়েছে বিশ্বের ক্ষমতাধর ব্যাংকার, রাজনীতিবিদ এবং বিশ্ব মিডিয়ার রাঘব বোয়ালরা। ইলুমিনাতি একটি গুপ্তসভা, যা বিশ্বের সকল দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি এবং মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে, ক্রমবর্ধমান শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে দেশে দেশে অত্যাচারী সরকারব্যবস্থা কায়েম করে দেশ ও জাতি

---

[৬] শয়তানকে লুসিফার বলা হয়। এটি বাইবেলীয় পরিভাষা।